ইনকিলাব

তারিখ ... 8 AUG 2007 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

মাদ্রাসায় বেতন স্কেলে বৈষম্য

সংশ্লিষ্ট সবার জানা আছে যে, ১৯৮০ সালে তৎকালীন সরকার কর্তৃক সর্বপ্রথম বেসরকারী (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) শিক্ষকদের জাতীয় বেতন স্কেলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমাদের এ দেশে বহুকাল থেকে অদ্যাবধি দুই ধারার শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত আছে। সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা। প্রচলিত ধারায় ১৯৮৩ সালের আগে দাখিল মাদ্রাসাসমূহকে সাধারণ শিক্ষায়, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমমানে এবং পাঠ্যক্রমানুপাতে অষ্টম শ্রেণী পাসের 'সমমান' তৎকালীন সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি পায়। স্বীকৃত সমানুপাতে 'সমমান'প্রাপ্ত দাখিল মাদ্রাসাসমূহে কর্মরত,সুপারগণের বেতন স্কেল, সরকার কর্তৃক নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমমানের বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত হয়। এর পরবর্তী ১৯৮৩ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে সরকার কর্তৃক মাদ্রাসা শিক্ষার 'মান'কে, যথানিয়মে উন্নীত করা হয়। উন্নীত মানানুপাতে দাখিল মাদ্রাসাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক 'মান'-কে, সাধারণ শিক্ষায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্তরে এবং প্রবর্তিত পাঠ্যক্রমানুযায়ী দাখিল পাসকে এসএসসি পাসের 'সমমানে' উন্নীত করা হয়। উক্ত উন্নীত মানানুপাতে দীর্ঘ ২৩ বছর থেকে দাখিল মাদ্রাসাসমূহে কর্মরত (মাদ্রাসা প্রধান) সুপারদের মার্যাদা মোতাবেক প্রধান শিক্ষকের মতো সম বেতন স্কেলে বেতন-ভাতাদি উন্নীত করা হয়নি। বরং পূর্বের মানানুপাতে অদ্যাবধি বেতন- ভাতাদি প্রদান করা হয়। ফলে একই সমমানের প্রতিষ্ঠান দাখিল মাদ্রাসার ক্ষেত্রে দ্বিমুখী-নীতি অবলম্বন করা হচ্ছে। উপরন্তু দাখিল মাদ্রাসায় কর্মরত সুপার, সহ-সুপার, সহকারী মৌলভী, সহকারী শিক্ষক একই বেতন স্কেলে বেতন-ভাতাদির আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দাখিল মাদ্রাসার সুপার পদমর্যাদা ক্ষুণ্ন ও অনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। উক্ত দ্বিমুখী ও অনৈতিক বৈষম্য নিরসন করার জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ও শিক্ষা উপদেষ্টাসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের শুভ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

–এম এইচ সোহরাওয়ার্দী
পীরগাছা, রংপুর।